বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

‘তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।” (আল কুরআন, সূরা বাকারাহ, আয়াত -৪৩)

যাকাত তহবিল পরিচিতি ও নীতিমালা

যাকাত বোর্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যাকাত তহবিল পরিচিতি ও নীতিমালা

ইফা. প্রন্থাগার	:	২৯৭.৫৪০২
প্রথম প্রকাশ	:	মার্চ ১৯৯০
৯ম সংস্করণ	:	ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মহাপরিচালক	:	আঃ ছালাম খান
প্রকাশক	:	ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ পরিচালক যাকাত তহবিল বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফোন : ০২-২২২২১৮৩৫০, ফ্যাক্স ফোন : ০২-২২২২১৮৪৩৮
পুস্তিকা প্রণয়ন কমিটি	:	যাকাত বোর্ড-এর ৬৪তম সভায় গঠিত নীতিমালা সংশোধন কমিটি কর্তৃক প্রণীত।
প্রচ্ছদ	:	ফারজীমা মিজান শরমীন (এশা) আর্টিস্ট
কম্পিউটার কম্পোজ	:	মোঃ শরাফাত আলী
মুদ্রণ ও বাঁধাই	:	মোঃ মহিউদ্দিন প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস ফোন ঃ ০২২২২২১৮২৭

Zakat Tahabil Porichiti O Nitimala (Introduction & Guideline to Zakat Fund): Prepared by Booklet Preparation Committee and Published by Dr. Mohammad Harunur Rashid, Dihector, Zakat Fund, IFB, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

‘যাকাত তহবিল পরিচিতি ও নীতিমালা’ পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য ।

যাকাত তহবিল পরিচিতি ও নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন ও মুদ্রণের নিমিত্ত গঠিত কমিটি।

২৩.১২.২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৪তম সভায় যাকাত বোর্ডের যাকাত তহবিল পরিচিতি ও নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন ও মুদ্রণের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়:

ক্রম.	কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	পদবী
০১.	শায়েখ মুফতি জসিম উদ্দিন প্রধান মুফতি ও সহকারী পরিচালক, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	আহবায়ক
০২.	জনাব আঃ ছালাম খান মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।	সদস্য
০৩.	মাওলানা ড. মোঃ শহীদুল হক সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
০৪.	মুফতী মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল আজহারী অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।	সদস্য
০৫.	ড. মোঃ নিজাম উদ্দীন প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
০৬.	জনাব মোহাঃ রুহুল আমিন উপ-সচিব, সংস্থা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৭.	ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ পরিচালক, যাকাত তহবিল বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।	সদস্য-সচিব

ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন ও জীবনাদর্শ। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে যাকাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। শরীয়ত অনুযায়ী নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী সুস্থ মস্তিস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরয করেছেন। যাকাত দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসনের হাতিয়ার। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়, যা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের দয়া করে দেয়া হয়; বরং যাকাত বিত্তবানদের সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ।

এদেশে সুদীর্ঘকাল থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলেও নানা কারণে যাকাত থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে এক সময় সারা মুসলিম জাহানে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হয়েছিল। সে সময়ে মুসলিম দেশসমূহে যাকাত নেয়ার মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই সরকার কর্তৃক ইসলামের বিধান অনুযায়ী যাকাতের সদ্ব্যবহার ও নিঃস্ব-দরিদ্র মুসলমানদের স্থায়ী কল্যাণের উদ্দেশ্যে এক অধ্যাদেশ বলে ১৯৮২ সালে যাকাত বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে 'যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন'-২০২৩ প্রণীত হয়।

দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা আলিমগণকে নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যাকাত ফান্ডের অর্থে (ক) টঙ্গী, গাজীপুরে যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান; (খ) বিভিন্ন জেলায় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সেলাই মেশিন বিতরণের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; (গ) নও-মুসলিমদের স্বাবলম্বীকরণের নিমিত্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান কার্যক্রম; (ঘ) দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং (ঙ) ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণে দুঃস্থ-অসহায়দের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া সময়ে সময়ে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যাকাতের অর্থে শরীয়াভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

যাকাতের অর্থ শরীয়তের বিধান মতে যথাযথভাবে বিতরণের উদ্দেশ্যে যাকাত তহবিল অধ্যাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যাকাতের খাত, নিসাব, যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন নীতিমালা সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে যাকাত তহবিল পরিচিতি ও নীতিমালা শীর্ষক পুস্তিকাটির ৯ম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এই পুস্তিকা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যগণকে যাকাত বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যাকাত বোর্ডের উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এজন্য দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরের সকল ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বিত্তবান মুসলিমকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুঃস্থ ও অসহায় মুসলিমদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীকরণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকারী যাকাত ফান্ডে অর্থ জমা দিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য সকলকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এ মহতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

আঃ ছালাম খান
মহাপরিচালক
(সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ও
সদস্য-সচিব, যাকাত বোর্ড

যাকাত বোর্ড

১৯৮২ সালের ৫ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে যাকাত তহবিল গঠন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় এই তহবিল পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকার যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩ এর বিধানমতে নিম্নোক্তভাবে ৩(তিন) বছর মেয়াদে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট যাকাত বোর্ড গঠন করেন।

ক্রম	সম্মানিত সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	ক্যাটাগরি	পদবী
০১.	ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	পদাধিকারবলে	চেয়ারম্যান
০২.	**একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**	পদাধিকারবলে	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৩.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা ও আইন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	মনোনীত কর্মকর্তা	সদস্য
০৪.	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।	মনোনীত কর্মকর্তা	
০৫.	জনাব মোহাম্মদ আজাদ সাল্লাল যুগ্ম সচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৩), অর্থ বিভাগ।	মনোনীত কর্মকর্তা	
০৬.	শায়েখ মুফতি দেলোয়ার হোসাইন অধ্যক্ষ, আকবর কমপ্লেক্স মাদরাসা, ঢাকা।	মনোনীত আলেম	
০৭.	শায়েখ মুফতি জসিম উদ্দিন প্রধান মুফতি ও সহকারী পরিচালক, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	মনোনীত আলেম	
০৮.	ড. মোঃ নিজাম উদ্দীন প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	মনোনীত আলেম	
০৯.	মাওলানা ড. মো. শহীদুল হক সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	মনোনীত আলেম	
১০.	মুফতী মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল আজহারী অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়েবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।	মনোনীত আলেম	
১১.	জনাব মুহাম্মদ হাতেম সভাপতি, বি.কে.এম.ই.এ, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ।	মনোনীত ব্যবসায়ী	
১২.	আলহাজ্ব সুফী মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান, পিএইচপি ফ্যামিলি, চট্টগ্রাম।	মনোনীত ব্যবসায়ী	
১৩.	জনাব আঃ ছালাম খান মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।	পদাধিকারবলে	সদস্য-সচিব

১.	<u>যাকাত বর্ষ</u> : যাকাত তহবিল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ধারাবাহিকতায় 'যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন', ২০২৩ অনুযায়ী হিজরি সনের ১ রমযান থেকে শাবান মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত যাকাত বর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। যাকাত বর্ষ হিসেবে যাকাতের আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়।
২.	<u>বোর্ডের কার্যাবলী</u> : (ক) যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন; (খ) যাকাতের অর্থ দ্বারা শরিয়াহ সম্মত সেবা বা উন্নয়নমূলক কোনো কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; (গ) যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম তদারকিকরণ; (ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারতি স্থানে যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; (ঙ) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাকাতযোগ্য সম্পদ, যাকাতের পরিমাণ, যাকাত ব্যয়ের খাত এবং নিসাব নির্ধারণ; (চ) সরকারের পূর্বনুমোদনক্রমে তহবিলে যাকাত প্রদানকারী কোন ব্যক্তিকে সময় সময় উপযুক্ত স্বীকৃতি, পুরস্কার, সম্মাননা বা অন্য কোন আর্থিক বা সামাজিক সুবিধা প্রদান; (ছ) যাকাত সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; (জ) যাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঝ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যাকাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত বা পরামর্শ প্রদান; (ঞ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যাকাত সংশ্লিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদন এবং (ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৩.	<u>জেলা যাকাত কমিটি</u> : প্রত্যেক জেলায় যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব জেলা যাকাত কমিটি পালন করবে। বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৬৪টি জেলায় 'জেলা যাকাত কমিটি' থাকবে। এই কমিটি যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ এবং সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবে। সদস্য-সচিব হিসেবে উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা যাকাত কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। কমিটি যাকাতের অর্থে বোর্ড কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের আলোকে জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম/কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। <u>জেলা যাকাত কমিটির গঠন নিম্নরূপ :</u>

ক্রম	পদবী	কমিটির পদ
০১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০২.	পরিচালক/উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)
০৩.	মেয়র, পৌরসভা (জেলা সদর)	সদস্য (পদাধিকার বলে)
০৪.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি	সদস্য (পদাধিকার বলে)
০৫.	ইমাম ও খতীব (জেলা সদরের বড় মসজিদ)	সদস্য (জেলা প্রশাসক মনোনীত)
০৬.	ইমাম ও খতীব (জেলা সদরের গুরুত্বপূর্ মসজিদ)	ঐ
০৭.	অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদরাসা	ঐ
০৮.	মুহতামিম, বড় ক্বওমী মাদরাসা	ঐ
০৯.	বিশিষ্ট মুফতি (আলিয়া নেসাব)	ঐ
১০.	বিশিষ্ট মুফতি (ক্বওমী নেসাব)	ঐ
১১.	উপ-কর কমিশনার (ট্যাক্স)	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১২.	সর্বোচ্চ যাকাত দাতা সদস্য-১	সদস্য (জেলা প্রশাসক মনোনীত)
১৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য (কো-অপ্ট করা যেতে পারে)

- জেলা প্রশাসক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত একজন এডিসি সভাপতি হবেন।
- প্রয়োজনে যাকাত বোর্ড জেলা যাকাত কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৪. **উপজেলা যাকাত কমিটি :**

যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের লক্ষ্যে যাকাত বোর্ডের ৪৮-তম সভায় ৬৪ জেলার সকল উপজেলায় উপজেলা যাকাত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটি নিম্নরূপ ঃ

(১)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার-	আহবায়ক
(২)	আলিয়া নেসাবের একজন বিজ্ঞ আলেম	সদস্য
(৩)	ক্বওমী নেসাবের একজন বিজ্ঞ আলেম	সদস্য
(৪)	উপজেলা মসজিদের খতিব/ইমাম	সদস্য
(৫)	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি	সদস্য
(৬)	বিশিষ্ট মুফতী (আলিয়া নেসাব)	সদস্য

(৭)	বিশিষ্ট মুফতী (ক্বওমী নেসাব)	সদস্য
(৮)	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী/সমাজ সেবক	সদস্য
(৯)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা ইসলামিক মিশনের এসপিও/পিও/ফিল্ড সুপারভাইজার (মউশিক)	সদস্য-সচিব

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত একজন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা সভাপতি হবেন।
- প্রয়োজনে যাকাত বোর্ড উপজেলা যাকাত কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৫. **দাতব্য তহবিল :**
যাকাত বোর্ড 'দাতব্য তহবিল' গঠন করতে পারবেন। এই তহবিলে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা জমা এবং এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ যে কোন ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।

৬. **আয়কর রেয়াত :**
আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী সিডিউল-৬, অংশ-৩ এর ১১ উপধারা মোতাবেক সরকারি যাকাত ফান্ডে বা দাতব্য তহবিলে প্রদত্ত অর্থ আয়কর হতে রেয়াতযোগ্য।

৭. **নিরীক্ষা :**
বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও হিসাব নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতিবছর একবার যাকাত তহবিল এবং দাতব্য তহবিলের হিসাব নিরীক্ষিত হবে।

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাতের অর্থ :

আভিধানিক অর্থ : পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা, আল্লাহ প্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে অর্জিত বৃদ্ধি।

পারিভাষিক অর্থ : প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন নিসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে উক্ত নিসাবের উপর পূর্ণ এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হলে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়াকে শরীয়তে যাকাত বলে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাতকে সম্পদ বন্টনের তথা অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। আর তাই কুরআন মজীদে বারবার নামায কায়েম করার সাথে সাথে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাকাত আদায় ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হয় না। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয় যা দরিদ্র ও

অভাবগ্রস্থদের অনুগ্রহ করে দেয়া হয়; বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের জন্য আল্লাহতা'আলার নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজের ধনীদের সম্পদের উপর নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদেরই গরিব শ্রেণির জন্য স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় এবং এই পরিমাণ যাকাত আদায় করলে তারা ক্ষুধা ও বস্ত্রহীন থাকার কষ্টের মধ্যে পড়বে না। যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। নিসাব সম্পন্ন (যাকাতযোগ্য সম্পদের অধিকারী) মুসলমানদের উপর যাকাত আদায় করা ফরয।

পবিত্র কুরআনের আলোকে যাকাত

১.	তাদের (বিত্তবানদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের হক (সূরা যারিয়াত, আয়াত-১৯)। বিপর্যস্ত, অসহায়, শারীরিক প্রতিবন্ধি, কর্মে অক্ষম সকলেই-এর হকদার।
২.	হে নবী! তাদের (বিত্তবানদের) সম্পদ হতে 'সাদাকা' (যাকাত) গ্রহণ করুন ; এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আপনি তাদের জন্য রহমতের দুআ করুন, নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য শান্তি স্বরূপ (সূরা তাওবা, আয়াত-১০৩)।
৩.	আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধিশালী (সূরা রূম, আয়াত-৩৯)।
৪.	যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা (পুঞ্জিভূত সোনারূপা) উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে ছ্যাকা দেয়া হবে সেদিন বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করতে সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জিভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর (সূরা তাওবা, আয়াত-৩৫)।
৫.	যখন উহা ফলবান হয় তখন এর (উৎপাদিত ফসলের) ফল আহার কর। আর ফসল তোলার দিনে তার হক (উশর) আদায় কর। আর অপচয় করোনা। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না (সূরা-আনআম, আয়াত-১৪১)।

পবিত্র হাদীসের আলোকে যাকাত

১.	যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দিল, সে যেন তার সকল পাপ মোচন করল (তাবারানী)।
২.	আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন সে যদি যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার সম্পদ একটি বিষধর অজগরের রূপ ধারণ করবে, যার

	দু'চোখের উপর দু'টি কালো চিহ্ন থাকবে। এটি তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে অতঃপর তাকে দংশন করবে আর বলবে আমি তোমারই ধন-সম্পদ, আমি তোমারই গচ্ছিত ধন (বুখারী-১/১৮৮, হাদীস নং-১৪৩০)।
৩.	যে সব লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করবে আল্লাহ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে দিবেন (বায়হাকী, হাদীস নং-১১৫৬)।
৪.	হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে একটি হাদীস শুনেছি, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জলে-স্থলে যেখানেই কোন ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়, তা কেবল যাকাত আদায় না করার কারণে (তাবারানী, ২/৫৮)।
৫.	হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যাকাতের মাল যখন অন্য কোন মালের সাথে মিশে যায় তখন তা ঐ মালকে ধ্বংস করে দেয় (বায্যার, আত তারগীব, হাদীস নং-১১৫৪)।
৬.	হযরত হাসান বসরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা যাকাত প্রদান করে তোমাদের ধন-সম্পদের হিফাযত কর, সাদাকা দ্বারা তোমাদের রুগীদের চিকিৎসা কর এবং দু'আ ও প্রার্থনা দ্বারা বালা মুসিবতের ঢেউকে প্রতিহত কর (তাবারানী)।
৭.	যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং-১১৫৩)।

ইসলামে 'যাকাত' সাম্য ও ন্যায্যতার আলোকধারা

ইসলামে 'যাকাত' এক অমূল্য সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দান, যা আমাদের জীবনে সাম্য ও ন্যায্যতার আলো ফুটিয়ে তোলে। যাকাত হলো, একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি আনার এক বিশেষ উপায়। এটি কেবল একটি অর্থনৈতিক দান নয় বরং মানবিকতার পরীক্ষাও বটে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী, ধনী ব্যক্তিরা তাদের আয়ের এক ছোট অংশ গরিবদের দিতে বাধ্য, যাতে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর হয় এবং সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি নিজে অনেক বেশি সচ্ছলতা অনুভব করেন, কারণ দানে তার হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। এটি তাকে তার সম্পদ সম্পর্কে সচেতন করে এবং যে সকল মানুষ সমাজে অবহেলিত, তাদের প্রতি তার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জন্মায়।

আর ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাতকে সম্পদ বণ্টনের তথা অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামে

যাকাত ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তাই কুরআন মজীদে বারবার নামায কায়েম করার সাথে সাথে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের ৩২টি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটি এসেছে। এর মাঝে ২৭টি আয়াতে এটি নামাযের সাথে একত্র করে এসেছে। আর যাকাত আদায় ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হয় না। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয় যা দরিদ্র্য ও অভাবগ্রস্তদের অনুগ্রহ করে দেয়া হয়। বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র্য ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বাধ্যতমূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ ও দরিদ্র্যদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একটি অধিকার। যে সুনির্ধারিত অংশ কিংবা অধিকারটি শরীয়ত সম্মতভাবে আদায় না করলে গোটা সম্পদই মুমিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজের ধনীদের সম্পদের উপর ঐ পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদেরই গরিব শ্রেণির জন্য স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় এবং এই পরিমাণ যাকাত আদায় করলে তারা ক্ষুধা ও বস্ত্রহীন থাকার কষ্টের মধ্যে পড়বে না।

কুরআন-হাদীসের আলোকে যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণাম

কুরআন ও হাদিসে পার্থিব ও আখেরাত জীবনে যাকাত না দেওয়ার অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ;

১.	যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে, তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, আপনি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে সেঁক দেওয়া হবে, (বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রাখতে, অতএব তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ করো। (সূরা তাওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫)।
২.	আল্লাহর অনুগ্রহে প্রদত্ত সম্পদ নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন এটাকে কিছুতেই কল্যাণকর মনে না করে, তারা যা নিয়ে কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে, আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮০)।
৩.	আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টাক (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথাবিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দুই পাশ কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ। অতঃপর রাসূল (সা) উপরে উল্লেখিত সূরা আলে ইমরান আয়াতটি পাঠ করেন। (বুখারী, হাদিস নং- ১৪৩০)।
৪.	আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিকরা এসবের যাকাত না দিলে কিয়ামতের দিন তার জন্য এসব

	সম্পদকে আগুনের পাত বানানো হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। এরপর তা দিয়ে পার্শ্ব, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। তা ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার উত্তপ্ত করা হবে। এমন দিবসে তা করা হবে, যখন এক দিন ৫০ হাজার বছরের সমান হবে। এই অবস্থা চলতে থাকবে যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে বিচার সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাদের গন্তব্য হয়তো জান্নাত বা জাহান্নাম। (মুসলিম : হাদিস নং ৯৮৭)।
৫.	যে সব লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করবে আল্লাহ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে দিবেন (বায়হাকী, হাদীস নং-১১৫৬)।
৬.	আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে একটি হাদীস শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জলে-স্থলে যেখানেই কোন ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়, তা কেবল যাকাত আদায় না করার কারণে। (তাবারানী, (২/৫৮)।
৭.	হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যাকাতের অর্থ যখন অন্য কোন অর্থের সাথে মিশে যায় তখন তা ঐ অর্থকে ধ্বংস করে দেয়। (আত তারগীবঃ হাদীস নং-১১৫৪)।
৮.	হযরত হাসান বসরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা যাকাত প্রদান করে তোমাদের ধন-সম্পদের হিফাযত কর, সাদাকা দ্বারা তোমাদের রুগীদের চিকিৎসা কর এবং দু'আ ও প্রার্থনা দ্বারা বালা মুসিবতের ঢেউকে প্রতিহত কর। (তাবারানী)।
৯.	যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং-১১৫৩)।
১০.	বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে জাতি যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে আল্লাহ সে জাতিকে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করেছেন। (বাইহাকি, হাদিস : ৬৬২৫)।
১১.	ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এসে বললেন, 'হে মুহাজিররা, তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যেন তোমরা তার মুখোমুখি না হও। কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মহামারির মতো প্লেগ রোগ ও এমন ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করলে তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ, শাসকদের নিপীড়ন ও কঠিন বিপদ নেমে আসে। কোন জাতি যাকাত না দিলে তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করা হয়। যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকত তাহলে কখনো বৃষ্টিপাত হতো না।... (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৫৯)।

যাকাত অস্বীকারকারীর ব্যাপারে ইসলামের বিধান

১.	কেউ যাকাত ফরয হওয়ার বিধান অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তির উপর জরুরী হলো তওবা ইস্তেগফার করে নতুন ভাবে আবার ঈমান আনা। বিবাহিত হলে বিবাহ নবায়ন করে নেবে। সাহেবে নিসাব হলে, যাকাত আদায় করবে। অন্যথায় ইসলামী রাষ্ট্র তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। (আলমগিরী খ. ১, পৃ. ২৩২ আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু খ. ২, পৃ. ৭৩৪)।
২.	কেউ যদি যাকাত আদায় না করে বরং আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়, শরীয়ত রাষ্ট্রকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খ. ২৩, ৭৩৫) যেমন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আরবদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধের ঘোষণা দেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন এবং আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (বুখারী : হাদীস নং ৭২৮৪, মুসলিম হাদীস নং ২০)
৩.	রাষ্ট্র ব্যতীত জনগণের এই অধিকার নেই যে, কোন সাহেবে নিসাব ব্যক্তি থেকে তার অনুমতি ব্যতীত জোরপূর্বক যাকাত উসূল করবে।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

১.	মুসলমান হওয়া : যাকাত ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। অমুসলিমদের উপর যাকাত ফরয নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না। যেদিন মুসলমান হবে সে দিন থেকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। (আল-বাহরুর রায়েক-২/৩৫৩)।

২.	নিসাবের মালিক হওয়া : যে পরিমাণ সম্পদে মালিক হলে শরিয়তে যাকাত ফরয হয়, সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। (আলমগিরী : ১/২৩৩)। তবে যে সব দ্রব্যের উপর মানুষের জীবনযাপন নির্ভর করে, সে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত এই নেসাবের সম্পদ হতে হবে। যেমন : খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বসবাসের বাড়িঘর, পেশাজীবীর যন্ত্রপাতি, যানবাহনের নৌকা, সাইকেল, মোটর, পশু, কৃষিকাজের সরঞ্জাম, পড়ালেখার সরঞ্জাম ইত্যাদি এসবও প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না। (আলমগিরী : ১/২৩৪)।
৩.	ঋণগ্রস্ত না হওয়া : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তার উপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ সে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণ করেছে। তবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ কারো হাতে থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে। (আলমগিরী-১-২৩৪)।
৪.	মাল এক বছরকাল স্থায়ী থাকা : নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির হাতে এক বছর কাল স্থায়ী না হলে, তার উপর যাকাত ফরয হয় না। হাদিসে আছে, "ঐ সম্পদে যাকাত নেই যা পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকে না।" (তিরমিযি : ১/১৩৭, আলমগিরী ১/২৩৬)।
৫.	জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া : যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। জ্ঞানবুদ্ধিহীন তথা পাগলের উপর যাকাত ফরয নয়। (আলমগিরী : ১/২৩৩)।
৬.	বালেগ হওয়া : যাকাতদাতাকে অবশ্যই বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। শিশু, নাবালেগ যত সম্পদের মালিকই হোক না কেন, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার উপর যাকাত ফরয হয় না। (আলমগিরী : ১/২৩৩)।
৭.	সম্পদের ওপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকতে হবে : অর্থাৎ, যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হবে, তা অন্য কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করা বা স্থায়ীভাবে বন্ধক রাখা যাবে না। সম্পদ হতে হবে এমন, যার উপর মালিকের পুরো অধিকার রয়েছে এবং যা সে ইচ্ছামতো ব্যবহার, সংরক্ষণ বা বিনিয়োগ করতে পারে। (আলমগিরী : ১/২৩৩)।
৮.	সম্পদ হতে হবে উৎপাদনক্ষম ও বর্ধনশীল : অর্থাৎ যাকাতের জন্য নির্ধারিত সম্পদ এমন হতে হবে, যা থেকে নিয়মিত আয় বা উপকার লাভ করা সম্ভব এবং যা সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এটি হতে পারে ব্যবসায়িক সম্পদ, সঞ্চিত অর্থ, কৃষিজ ফসল অথবা পশুসম্পদ।

	মূলতঃ যেসব সম্পদ বাড়তে থাকে এবং মানুষের প্রয়োজন মেটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে, সেগুলোকেই যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২৩৫।
৯.	যাকাত প্রদানের জন্য স্বাধীনতা একটি অপরিহার্য শর্ত : যিনি যাকাত প্রদান করবেন, তাকে অবশ্যই হতে হবে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। দাসত্ব কিংবা পরাধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়, কারণ তার নিজের সম্পদের উপর পূর্ণ অধিকার থাকে না। স্বাধীনতা শুধু শারীরিক মুক্তি নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে স্বনির্ভরতার প্রতীক, যা যাকাত প্রদানের মতো মহান দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য ভিত্তি। (আলমগিরী : ১/২৩৩)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যদি বছরের মাঝে নিসাব থেকে কমে যায় এবং বছরের শুরু-শেষে নিসাব পূর্ণ থাকে তাহলেও যাকাত ফরয হবে। কিন্তু বছরের শুরু অথবা শেষে নিসাব থেকে কমে গেলে যাকাত ফরয হবে না। আর পূর্ণ এক বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যাকাত ফরয হবে না। (আলমগিরী : ১/২৩৬)।

যাকাত যোগ্য সম্পদের বিবরণ

১। স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন আকৃতিতে নিজ মালিকানায় বিদ্যমান থাকলে যাকাত ফরয শুধু স্বর্ণ হলে ৭.৫০ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম)। শুধু রূপা হলে ৫২.২০ তোলা (৬১৬.৩৬ গ্রাম)। উভয় প্রকার মাল বা অন্য কোন যাকাত যোগ্য সম্পদের সমষ্টি রূপার নেসাব সমমূল্যের হলে এবং তা এক চন্দ্র বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ফরয। স্বর্ণ রূপার সকল প্রকার অলংকারেরও একই বিধান। ব্যবহৃত স্বর্ণেরও যাকাত দিতে হবে।

২। নগদ ও নগদায়ন যোগ্য সকল প্রকার অর্থের উপর যাকাত ফরয। দেশি বৈদেশিক ব্যাংকের সকল প্রকার এ্যাকাউন্টে গচ্ছিত কোন প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থ, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ট্রেজারী বিল ও বীমা পলিসিতে জমাকৃত অর্থের যাকাত প্রদান করতে হবে।

৩। উসূল যোগ্য প্রাপ্য ঋণ, প্রভিডেন্ট তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ, বিল অফ একচেঞ্জ, বাকিতে বিক্রিত পণ্যের মূল্য, সিকিউরিটি এ্যাডভান্স সবই নগদ বা নগদায়নযোগ্য অর্থ হিসেবে গণ্য হবে এবং যাকাত তার উপর ফরয হবে রূপার মূল্যের ভিত্তিতে।

৪। ব্যবসা পণ্যের যাকাত

যেসব সম্পদ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা ক্রয় করা হয়েছে সবই ব্যবসা পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। যেমন বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত প্লট, জমি, ফ্ল্যাট, দোকান, গাড়ি

ইত্যাদি। তাই মুদারাবা/অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগ করলে কারাবারের নগদ কাম-ব্যবসা পণ্য, কাঁচামাল ইত্যাদির আনুপাতিক হারে তার ২.৫০% যাকাত ফরয। কোম্পানীর শেয়ার (ক্যাপিটাল গেইন) প্রকারের হলে তাও ব্যবসা পণ্য ধর্তব্য হবে এবং তার মার্কেট ভেলু হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। আমদানীকৃত পণ্যের ক্রয় সম্পন্ন হলে তার উপরও যাকাত ফরয।

পোল্ট্রি ফার্মের বিক্রয় যোগ্য সম্পদ, মৎস্য খামারের বাজারমূল্য বিক্রয় যোগ্য মৎসের উপর যাকাত ফরয।

৫। **উশরী জমিতে উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল :** বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলের উশর ১/১০ অংশ, সেচে উৎপাদিত জমির ফসলের ১/২০ অংশ অথবা শস্যের বাজার মূল্যের সমপরিমাণ প্রতি মৌসুমে আদায়যোগ্য।

৬। **পশু সম্পদ :**

(ক) প্রকৃতিতে বিচরণশীল (সায়েমা) ভেড়া বা ছাগল প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১ থেকে ৩৯টি পর্যন্ত যাকাত প্রযোজ্য নয়। ৪০ থেকে ১২০টি পর্যন্ত ১টি ভেড়া/ছাগল, ১২১-২০০টি পর্যন্ত ২টি ভেড়া/ছাগল, ২০১ থেকে ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি ভেড়া/ছাগল, এর অতিরিক্ত প্রতি ১০০টিতে ১টি করে ভেড়া/ছাগল যাকাত প্রদান করতে হবে।

(খ) প্রকৃতিতে বিচরণশীল (সায়েমা) গরু, মহিষ ও অন্যান্য গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ১ থেকে ২৯টি পর্যন্ত যাকাত প্রযোজ্য নয়। ৩০ থেকে ৩৯টি পর্যন্ত এক বছর বয়সী ১টি বাছুর, ৬০টি এবং ততোধিক হলে প্রতি ৩০টির জন্য ১ বছর বয়সী এবং প্রতি ৪০টির জন্য ২ বছর বয়সী বাছুর।

(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু পালন এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, নির্মিত বাড়ী প্রভৃতির যাকাতের জন্য বাজার মূল্যের হিসাব হবে যেমন–৫২½ তোলা রূপা (৬১৬.৩৬ গ্রাম) এর বাজার মূল্যের ২½ % অর্থ।

যাকাতের নিসাবের বিবরণ

১। স্বর্ণের নিসাব : Gold (যেকোন আকৃতিতে মালিকানায় বিদ্যমান) ২০ মিসকাল তথা ৭.৫ তোলা/ ভরি বা ৮৭.৪৮ গ্রাম স্বর্ণের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয। শতকরা ২.৫০% যাকাত প্রদান করা জরুরী।

২। রৌপ্যের নিসাব : Silver (যেকোন আকৃতিতে মালিকানা স্বত্বে বিদ্যমান) দুইশত দিরহাম তথা ৫২.৫ তোলা/ভরি বা ৬১৬.৩৬ গ্রাম রৌপ্যের মালিক হলে যাকাত ফরয। শতকরা ২.৫০% যাকাত প্রদান করা জরুরী।

৩। **টাকা পয়সা, ব্যবসা পণ্য ও তার উপার্জিত অর্থের নিসাব**

নগদ ক্যাশ, হাতে বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, ব্যবসায় অর্জিত অর্থ বা নগদায়ন যোগ্য অর্থ যেমন ক্যাপিটাল গেইন, শেয়ার সার্টিফিকেট, প্রাইজবন্ড ও প্রাপ্য ঋণ,। বৈদেশিক মুদ্রা, ফেরত যোগ্য বীমা পলিসিতে জমাকৃত প্রিমিয়াম, ভবিষ্যতে কোন কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থ, ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমুদয় অর্থ বা বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাথে স্বেচ্ছা প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ, বিক্রিত পণ্যের মূল্য বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটি কিংবা এ্যাডভান্স হিসেবে প্রদত্ত অর্থ প্রভৃতির যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্য ধর্তব্য। তবে যে নিসাবের মূল্য কম হবে (যেমন বর্তমানে রৌপ্যের মূল্য কম) তাই ধর্তব্য হবে। সকল প্রকার টাকা পয়সা ব্যবসা পণ্যের ক্ষেত্রে রৌপ্যের নিসাবই চূড়ান্ত।

৪। **একাধিক প্রকার যাকাতযোগ্য সম্পদের সংমিশ্রণ হলে যাকাতের নিসাব**

কিছু স্বর্ণ-রৌপ্যের, কিছু নগদ ক্যাশ ইত্যাদি থাকলে সে ক্ষেত্রেও স্বর্ণ-রৌপ্যের নিসাব ধর্তব্য হবে। রৌপ্যের নিসাব কম মূল্য হওয়ায় ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের নিসাবই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত।

[বি.দ্র. ঃ নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার দিন থেকে এক বছর পুর্তির পর যাকাত ফরয হয়।]

যে সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হয় না

যাকাত আওতামুক্ত সম্পদ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন, ‘বাসস্থানের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ, ঘরে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, আরোহনের জন্য পশু, চাষাবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যবহৃত পশু ও দাস-দাসী, কাঁচা তরি-তরকারীসমূহ এবং মৌসুমী ফলসমূহ যা বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না, অল্পদিনে বিনষ্ট হয়ে যায় ; যেমন-আলু, টমেটো, আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, শশা, তরমুজ, খরমুজ, বাঙ্গী ও লাউ ইত্যাদিতে যাকাত নেই। হানাফী মাযহাব মতে নিজে নিজে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যথা-বৃক্ষ, ঘাস এবং বাঁশ ব্যতীত অন্য সমস্ত শস্যাদি, তরি-তরকারী ও ফলসমূহের যাকাত প্রদান করতে হবে। হাদীস শরীফের আলোকে যে সকল সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

১. জমি (ব্যবসার জন্য না হলে);
২. মিল. ফ্যাক্টরী, ওয়্যার হাউজ, গুদাম;
৩. দোকান;
৪. বাড়ী–ঘর, জায়গা-জমি;
৫. এক বছরের কম বয়সের গবাদি পশু;

৬. ব্যবহারের যাবতীয় পোশাক;
৭. বই, খাতা, কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী যা ব্যবসার জন্য নয়;
৮. গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র ও ব্যবহৃত স্ট্যাম্প;
৯. মালিকানাধীন অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি সরঞ্জাম;
১০. গৃহ পালিত মুরগী ও পাখি;
১১. কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি যাবতীয় মূলধন সামগ্রী;
১২. চলাচলের যন্ত্র ও গাড়ী;
১৩. যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম;
১৪. ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল কৃষিপণ্য;
১৫. বপন করার জন্য সংরক্ষিত বীজ;
১৬. যাকাত বছরের মধ্যে অর্জিত সম্পদ যা সে বছরেই ব্যয় করা হয়েছে এমন সম্পদ;
১৭. দাতব্য বা সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, যা জনগণের উপকার ও কল্যাণে নিয়োজিত;
১৮. সরকারী মালিকানাধীন নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য সম্পদ এবং
১৯. ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত পশুর মূল্য হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

এছাড়াও মূল্যবান সুগন্ধি, মণিমুক্তা, লোহিতবর্ণ প্রস্তর, শ্বেতপাথর এবং সমুদ্র হতে আহরিত দ্রব্য সামগ্রীর উপর যাকাত নেই; তবে ব্যবসার জন্য হলে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে যাকাত দিতে হবে। যে সমস্ত পশু বহন ও বাহন ভাড়ায় খাটানো হয় তারও যাকাত দিতে হয় না।

যাকাতের সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন করার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই কারণে আল্লাহপাক নিজেই যাকাত ব্যয় বণ্টনের খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যাকাত কেবল **নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য**। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত-৬০)। এ খাতের বাইরে অন্য কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। নিম্নে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উল্লেখিত ৮টি খাতের বর্ণনা দেয়া হলো।

প্রথমত: ফকীর- ফকীর হলো সেই ব্যক্তি যার মলিকানায় নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন প্রকারের সম্পদ নিসাব পরিমাণ নেই। যে ব্যক্তি রিক্তহস্ত, অভাব মেটানোর যোগ্য সম্পদ নেই, ভিক্ষুক হোক বা না হোক, এরাই ফকীর। যে সকল স্বল্প সামর্থ্যের দরিদ্র মুসলমান যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতাহেতু প্রাত্যহিক ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারে না, তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। কোন কোন ইমামের মতে, যার কাছে মাত্র একবেলা বা একদিনের খাবার আছে সে ফকীর।

দ্বিতীয়তঃ মিসকীন- মিসকীন সেই ব্যক্তি যার কিছুই নেই, যার কাছে একবেলা খাবারও নেই। যে সব লোকের অবস্থা এমন খারাপ যে, পরের নিকট চাইতে বাধ্য হয়, নিজের পেটের আহারও যারা যোগাতে পারে না, তারা মিসকীন। উল্লেখ্য, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সেও নিতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ফকীর বা মিসকীন যাকেই যাকাত দেয়া হবে, সে যেন মুসলমান হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়।

তৃতীয়তঃ আমিলীন (যাদের বেতন ভাতা প্রদান করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে)-ইসলামী সরকারের পক্ষে লোকদের কাছ থেকে যাকাত, উশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুল মালে জমা প্রদান, সংরক্ষণ ও বন্টনের কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। এদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকে আদায় করা যাবে। কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতের মধ্যে এ একটি খাতই এমন, যেখানে সংগৃহীত যাকাতের অর্থ থেকেই পারিশ্রমিক দেয়া হয়। এ খাতের বৈশিষ্ট্য হলো এতে ফকীর বা মিসকীন হওয়া শর্ত নয়। পক্ষান্তরে, অবশিষ্ট ৫টি খাতে দারিদ্র্য ও অভাব দূরীকরণে যাকাত আদায় শর্ত। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যাকাত বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন/পারিশ্রমিক এ খাত থেকে ব্যয় করা হয় না।

চতুর্থতঃ মুআল্লাফাতুল কুলুব (অন্তর জয় করার জন্য)- নও মুসলিম যার ঈমান এখনও পরিপক্ক হয়নি অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক অমুসলিম। যাদের অন্তর (দ্বীন ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করে) আকর্ষণ ও উৎসাহিত করণ আবশ্যকীয় মনে করে যাকাত দান করা যায়, যাতে তাদের ঈমান পরিপক্ক হয়। এ খাতের আওতায় দুঃস্থ নওমুসলিম ব্যক্তিদের যাকাত প্রদানের ব্যাপারে ফকিহগণ অভিমত প্রদান করলেও পরবর্তীতে যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় কাফিরদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশংকা হ্রাস পায় তখন এ খাতটি আর অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে অন্তর জয় করার জন্য যাকাতের খাতটি রহিত হয়ে যায় (হানাফী মাযহাবের মতে)।

পঞ্চমতঃ ক্রীতদাস/বন্দী মুক্তি- এ খাতে ক্রীতদাস-দাসী/বন্দী মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। অন্যায়ভাবে কোন নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তি বন্দী হয়ে গেলে তাকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

ষষ্ঠতঃ ঋণগ্রস্ত- এ ধরনের ব্যক্তিকে তার ঋণ মুক্তির জন্য যাকাত দেয়ার শর্ত হচ্ছে- সেই ঋণগ্রস্তের কাছে ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ না থাকা। আবার কোন ইমাম এ শর্তারোপও করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য- যেমন মদ কিংবা না-জায়েয প্রথা অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য না করে।

সপ্তমতঃ আল্লাহর পথে- সম্বলহীন মুজাহিদের যুদ্ধাস্ত্র/সরঞ্জাম উপকরণ সংগ্রহ এবং নিঃস্ব ও অসহায় গরীব মুসলিম দ্বীনি শিক্ষার্থীকে এ খাত থেকে যাকাত প্রদান করা যাবে। এ ছাড়াও ইসলামের মাহাত্ম ও গৌরব প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে যারা জীবিকা অর্জনের অবসর পান না এবং যে আলিমগণ দ্বীনি শিক্ষাদানের কাজে ব্যাপৃত থাকায় জীবিকা অর্জনের অবসর পান না, তারা অসচ্ছল হলে সর্বসম্মতভাবে তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় বর্ণিত আছে যে, "যাকাত এই সমস্ত লোকের জন্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফেরা করতে পারে না, যাচনা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।" উল্লেখ্য যে, দ্বীন ইসলাম প্রচারের নামে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ যেকোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং টিভি বা এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য এই খাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

অষ্টমতঃ অসহায় মুসাফির- স্বস্থান থেকে দূরে অবস্থিত যে সমস্ত মুসাফির যারা কষ্টে নিপতিত আছেন তাদেরকে মৌলিক প্রয়োজন পুরণ হওয়ার মত এবং বাড়ী ফিরে আসতে পারে এমন পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে প্রদান করা যায়।

যাকাত কখন দিতে হয়

যাকাত বছরের যে কোন সময় দেয়া যায়, এর জন্য ধরা-বাঁধা কোন সময়সীমা নেই। তবে, হিজরী সাল অনুযায়ী রমযান মাসে যাকাত নির্ধারণ ও পরিশোধ করা অধিক সওয়াবের কাজ। রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। এ মাস আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত স্বরূপ। এই মাসের নফল অন্য মাসের ফরযের সমান। রাসুলুল্লাহ (সা.) রমযান মাসে বেশী বেশী দান সাদাকা করতেন। রমযান মাসে যাকাতের হিসাব নির্ধারণ ও যাকাত প্রদান করা উত্তম। কারণ এতে অন্য সময়ের তুলনায় সত্তরগুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। এই হিসেবে আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে রমযান মাসে যাকাত আদায় করা হয়। তবে, যে ব্যক্তির সাহেবে নিসাব হওয়ার মাস ও তারিখ জানা আছে তার জন্য রমযান মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। সরকার কর্তৃক হিজরী সালের রমযান মাস হতে পরবর্তী শাবান মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত যাকাত বর্ষ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার দিন থেকে এক বছর পূর্তির পর যাকাত ফরয হয়। যাকাত অগ্রিম প্রদান করাও জায়েয আছে। বছর শেষে হিসেব করে অগ্রিম প্রদত্ত যাকাত সমন্বয় করে নিতে হবে।

যে সকল খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না

১. যার নিকট নিসাব পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ বিদ্যমান আছে।
২. যারা হাশেমী অর্থাৎ প্রিয়নবী সা. এর বংশধর (হাসানী, হুসাইনী, আলাবী, জা'ফরী) প্রমুখ।
৩. যাকাত দাতার মা, বাবা, দাদা, দাদী, পরদাদা, পরদাদী, পরনানা, পরনানী প্রমুখ।
৪. যাকাত দাতার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি, পৌত্র, পৌত্রী প্রমুখ।
৫. যাকাত দাতার স্বামী বা স্ত্রী।
৬. কাফির কিংবা অমুসলিমদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না (তবে অন্যান্য সাধারণ দান করা যায়)।

৭. যার উপর যাকাত ফরয হয়, এরূপ লোকের নাবালেগ সন্তান।
৮. মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ কাজের জন্য।
৯. মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের জন্য বা মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য ইত্যাদি।
১০. রাস্তা-ঘাট, পুল, আশ্রয়কেন্দ্র, গোরস্থান, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নির্মাণ ও স্থাপন কার্যে যেখানে নির্দিষ্ট কাউকে মালিক বানানো হয়না।
১১ যাকাত দ্বারা মাদরাসা/মসজিদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীর (গরীব হলেও) বেতন দেয়া যায় না।

যাকাতের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে গঠিত কমিটির সুপারিশ

১. যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল প্রকল্পে শুধুমাত্র মুসলিম দরিদ্র শিশুদের জন্য ঔষধ প্রদান করা যাবে।
২. দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত গরীব ও মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর বই-পুস্তক ও কাগজ, কলম, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি বিতরণ করা যেতে পারে।
৩. সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শুধুমাত্র মুসলিম দরিদ্র প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি ভাতা দেয়া যেতে পারে।
৪. ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ কার্যক্রমে মুসলিম ভিক্ষুকদেরকে প্রশিক্ষণকালীন পোশাক ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়া যেতে পারে।
৫. যাকাত তহবিল হতে তাদের মালিকানায় নগদ অর্থ বা উপকরণ হস্তান্তর করে তাদেরকে দারিদ্র মুক্ত ও স্বাবলম্বী করা যেতে পারে।
৬. সরকারী অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা যাকাত বোর্ড পরিচালিত কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, আসবাবপত্র ইত্যাদি আনুসাংগিক ব্যয় মিটাতে হবে। কোন ক্রমেই যাকাত তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করা যাবে না।
৭. মুসলিম দরিদ্র রোগী, দুর্ঘটনায় আহত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পতিত, ভিক্ষুক, ছাত্র-ছাত্রী ও প্রশিক্ষণার্থীকে যাকাত থেকে নগদ অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।
৮. পুষ্টিকর খাদ্য, পোশাক, গরীব বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন, রিকসা-ভ্যান, নৌকা বা প্রভৃতি উপকরণ বিতরণ জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বল্প পুঁজি হিসেবে এবং গবাদি পশু/কৃষি উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত যাকাতযোগ্য গরীবদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

যাকাত সংগ্রহ নীতিমালা

১. প্রত্যেক যাকাতবর্ষ (রমযান মাস) শুরুর পূর্বে জেলা যাকাত কমিটির সভায় যাকাত সংগ্রহের জন্য উপজেলা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনের জন্য সাব-কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই উপ-কমিটিতে জনপ্রতিনিধি, সরকারী

কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, খ্যাতনামা আলিম ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
২. যাকাত সংগ্রহের জন্য বোর্ডের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ব্যাংকে সরকারি যাকাত তহবিল, যাকাত বোর্ড শিরোনামে সুদবিহীন কালেকশন হিসাব খোলা হবে। এই হিসাব থেকে কোন অর্থ উত্তোলন করা যাবে না। নির্ধারিত ব্যাংকের কালেকশন হিসাব থেকে জমাকৃত অর্থ জেলা যাকাত কমিটিকে অবহিত করে কেন্দ্রীয় হিসাবে প্রতিমাসের শেষে নিয়মিতভাবে স্থানান্তর করতে হবে।
৩. জেলা পর্যায়ে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের কালেকশন হিসাব সংগৃহীত অর্থ এবং যাকাত বোর্ড প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ লেনদেনের জন্য জেলা সদরে যে কোন শাখায় জেলা সদরে একটি হিসাব খোলা যেতে পারে।
৪. রমযান মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করা হবে। এছাড়া সারা বছরও যাকাত সংগ্রহ করা যাবে।
৫. যাকাত কমিটি গঠন/সংগ্রহ/বিতরণের ক্ষেত্রে দাতা, আগ্রহী, আল্লাহভীরু দ্বীনদার ইমাম, আলিম, মুসলিম কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৬. প্রত্যেক জেলায় উপজেলাভিত্তিক মুসলিম বিত্তবান যাকাত দাতাদের তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে। এই রেজিস্টার ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। এতে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর থাকবে।
৭. যাকাত সংগ্রহের জন্য জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার, টকশো, আলোচনা সভা বাস্তবায়ন, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ ও বিত্তবানকে পত্র প্রদান করতে হবে।
৮. পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি, সংবাদ সম্মেলন, ওয়েবসাইট প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহের জন্য দেশ-বিদেশের বিত্তবান মুসলিম ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত প্রদানের আহবান জানাতে হবে।
৯. "সরকারী যাকাত তহবিল হিসাবে এবং দাতব্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ আয়কর রেয়াতযোগ্য" এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।
১০. নির্ধারিত ব্যাংক শাখার উদ্যোগে ব্যানার প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন ও পত্রিকায় প্রচারের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করতে হবে।
১১. বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা শাখা ব্যবস্থাপকগণকে রমযান শুরুর পূর্বেই যাকাত সংগ্রহের জন্য ব্যাংকের দর্শনীয় স্থানে "সরকারি যাকাত তহবিল হিসাবে যাকাতের অর্থ জমা করা হয়" এবং "সরকারি যাকাত তহবিল হিসাবে জমাকৃত অর্থ আয়করমুক্ত" "দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারি যাকাত ফান্ডে যাকাতের অর্থ জমা করুন" এই শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার/প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করার জন্য লিখিত অনুরোধ জানাতে হবে।
১২. যে জেলা/উপজেলায় যাকাত বেশী আদায় হবে, সেই জেলা/উপজেলায় অর্থ বন্টন/নতুন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রতিবছর

বোর্ড কর্তৃক সর্বোচ্চ যাকাত সংগ্রহকারী জেলা যাকাত কমিটির সভাপতি (জেলা প্রশাসক) ও সদস্য-সচিব (উপ-পরিচালক) উপজেলা যাকাত কমিটির আহবায়ক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) ও উপজেলা যাকাত কমিটির সদস্য-সচিব (সংশ্লিষ্ট ফিল্ড সুপারভাইজার, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প) এবং প্রতি বিভাগে ৩জন করে সর্বোচ্চ যাকাত সংগ্রহকারীকে যাকাত বর্ষ শুরুর পূর্বে সম্মাননা ও ধন্যবাদ পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে।

১৩. মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/সংসদ সদস্যের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে ০১ থেকে ৩০ রমযানের মধ্যে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪. যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যাংকে জমার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তবে যাকাত বোর্ডের মাধ্যমে মুদ্রিত যাকাত আদায়ের রসিদের মাধ্যমে যাকাত আদায় করা যাবে।

১৫. পবিত্র মাহে রমযানে প্রত্যেক জুমু'আর খুৎবায় ও তাফসীর মাহফিলে ইমামদের মাধ্যমে যাকাত ও উশর আদায়ের গুরুত্ব এবং সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাতের অর্থ জমা করার জন্য বিত্তবানদের আহবান জানানো হবে।

১৬ প্রতি মৌসুমে উৎপাদিত ফসল তোলার সাথে সাথে নির্ধারিত হারে শষ্যের উপর উশর প্রদান করার জন্য আহবান জানাতে হবে। এ লক্ষ্যে উশর এর গুরুত্ব এবং উশরের নিসাব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

১৭ যাকাত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যর (http://ezakat.gov.bd/)-এর মাধ্যমে সহজে যাকাত প্রদান করা যাবে– এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

যাকাত বণ্টন নীতিমালা

১. যাকাতের অর্থ শুধুমাত্র শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসংস্থান, স্বাবলম্বীকরণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে।

২. যাকাতের অর্থ চেক/নগদে/উপকরণ ক্রয় করে এককালীন (অফেরতযোগ্য) বণ্টন করতে হবে।

৩. যাকাত গ্রহীতাকে যাকাতের অর্থ/উপকরণ সম্পূর্ণ মালিকানা দিয়ে হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

৪. কাজের মজুরী/বিনিময় হিসেবে যাকাত প্রদান করা যাবে না। এরূপ হলে যাকাত আদায় হবে না।

৫. যাকাত নির্দিষ্ট খাতে প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। কোন জনকল্যাণমূলক কাজে প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যাবে না। এ ছাড়া মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল কলেজ নির্মাণ বাবদ যাকাত প্রদান করা যাবে না।

৬. কোন অমুসলিম, হাশিমী বংশীয় লোক, যে কোন প্রকারের সম্পদ নিসাব পরিমাণ আছে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে না। তাতে যাকাত আদায় হবে না।

৭. যাকাতের নির্ধারিত আবেদনের সাথে স্থানীয় চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/সদস্য

কর্তৃক নাগরিকত্ব/আর্থিক অস্বচ্ছলতা সনদ সংযুক্ত থাকতে হবে। জেলা পর্যায়ে যাকাতের আবেদন জেলা প্রশাসক/উপ-পরিচালক বরাবরে এবং যাকাত বোর্ডে আবেদন চেয়ারম্যান/সদস্য-সচিব, যাকাত বোর্ড বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৮. যাকাত বোর্ড/জেলা যাকাত কমিটির প্রতিনিধি/মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে আবেদন যাচাই বাছাইয়ের পর সুনির্দিষ্ট মতামতসহ কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

৯. জেলা যাকাত কমিটি কর্তৃক প্রার্থী অনুমোদনের পর যাকাত বিতরণ করতে হবে। যাকাত বিতরণের দায় দায়িত্ব কমিটির উপর বর্তাবে।

১০. জেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অংশ ৮০% জেলায় বিতরণ করতে হবে। এছাড়া বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত যে কোন অর্থ জেলা যাকাত কমিটির মাধ্যমে ব্যয় বণ্টন করতে হবে।

১১. যাকাতের অর্থ সংগ্রহ/প্রাপ্তির পর দ্রুত বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। অনিবার্য কারণে তা সম্ভব না হলে ঐ যাকাত বছরের মধ্যে অবশ্যই বিতরণ করতে হবে। যাকাতের অর্থ অব্যয়িত থাকলে যাকাত আদায় হবে না।

১২. প্রত্যেক জেলা যাকাত বর্ষে (১রমযান মাস থেকে পরবর্তী শাবান মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত) বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন যাকাত বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

১৩. উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা যাকাত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ, ভাউচার সংরক্ষণ ও ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি রেকর্ড সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪. যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সৎ, পরহেজগার, দ্বীনদার ব্যক্তিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাকাত তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট মসজিদের খতিব/ইমাম-এর প্রত্যায়ন/সুপারিশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৫. যাকাত বিতরণের পর কমিটির মনোনীত প্রতিনিধি/ফিল্ডসুপারভাইজার কর্তৃক বিগত সময়ে প্রদত্ত যাকাত গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।

১৬. নিঃস্ব, সম্বলহীন, ইয়াতিম, অন্ধ/প্রতিবন্ধি, আতুর, পীড়িত, অসহায় বৃদ্ধ প্রভৃতি মুসলিম ব্যক্তি যারা কর্ম করতে অসমর্থ/অক্ষম তাদের পুনর্বাসনের জন্য যাকাত প্রদান করা যাবে।

১৭. যাকাত বোর্ডের বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও জেলা যাকাত কমিটির সদস্যগণ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে এবং পরিদর্শন শেষে মতামতসহ প্রতিবেদন যাকাত বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

১৮. জেলা যাকাত কমিটি ১ জন প্রার্থীকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার বেশী নগদ অর্থ যাকাত হিসেবে প্রদান করতে পারবে না।

১৯. যাকে যাকাত দিলে ইসলামের কল্যাণ বা হিত হয় এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া উত্তম।

২০. অভাবের কারণে যে সকল দরিদ্র মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করার আশংকা রয়েছে তাদেরকে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

এছাড়া, যাকাত বোর্ড বা জেলা যাকাত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি মোতাবেক যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

যাকাত ফান্ডের আয়ের উৎস

যাকাত ফান্ডের উৎস মূলত ঃ দু'টি, যথা: (ক) সরকারী অনুদান এবং (খ) মুসলিম জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত যাকাতের অর্থ।

(ক) সরকারী অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থে যাকাত ফান্ডে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ সকল প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

(খ) বিত্তবান মুসলিম জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত যাকাতের অর্থ কেবলমাত্র নির্ধারিত খাতে দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন কাজে ব্যয় করা হয়।

যাকাত তহবিল সংগ্রহ ও

সরকারী যাকাত তহবিল-শিরোনামে নিম্নোক্ত ব্যাংক হিসাব নম্বরে যাকাতের অর্থ জমা দেয়া যাবে-

ক্রম	ব্যাংকের নাম	ঠিকানা	হিসাব নম্বর
০১.	সোনালী ব্যাংক পিএলসি।	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০০২৬৩৩০০৫২০৫
০২.	সোনালী ব্যাংক পিএলসি।	বায়তুল মোকাররম শাখা, ঢাকা-১০০০	০১০৪২০০০০৮২৮৫
০৩.	জনতা ব্যাংক পিএলসি।	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০১০০০০১৩৩৫৫৩১
০৪.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।	৭৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২০৫০১০২০২০২২৯০২০৬
০৫.	অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি।	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০২০০০০০০৫২৫১২
০৬.	রূপালী ব্যাংক পিএলসি।	৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০১৮০২০০০৭২৬৮
০৭.	রূপালী ব্যাংক পিএলসি।	৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০১৮০২০০০৭৩৮৯
০৮.	উত্তরা ব্যাংক পিএলসি।	কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা	১৫৪৫-১২২০০০২১৬৪১

০৯.	ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি।	১৮-দিলকুশা শাখা, ঢাকা-১০০০	০০০২-৩৩১৪৩৮৯৬
১০.	ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি।	মতিঝিল শাখা, ঢাকা-১০০০	১০৫৮০০০০১৪১৩২
১১.	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক পিএলসি।	কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫	১০০০২০০০০৩২৪৩
১২.	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।	১৬১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০২১০২০০৩০৯৮৭
১৩.	ব্যাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পিএলসি।	৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০	৪০০১-০২১০০৩৮৬৪৬
১৪.	বাংলাদেশ ডেভেলমেন্ট ব্যাংক পিএলসি।	৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	০৬৫০২০০০০১৯৭৩
১৫.	এ.বি.ব্যাংক পিএলসি।	দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	৪০০৫-৭৭৭৪৩১-০০০
১৬.	ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক পিএলসি।	গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২, ঢাকা	০৯৫১১০১০০০০০৪৭৯৫
১৭.	ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি।	১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	১০১১০৬০২১৬৮৪০
১৮.	প্রাইম ব্যাংক পিএলসি।	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২১০৪১১৭০০৭৭৪১
১৯.	সাউথ ইস্ট ব্যাংক পিএলসি।	১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০০২-১১১০০০৪৭৬৯১
২০.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।	১৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০২১৩৩০০৫৮৫২১
২১.	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি।	১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	১০১১১০০০৩২১৫৩
২২.	মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি।	৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	১১০১১১১১০৩৬২০১৫
২৩.	এক্সিম ব্যাংক পিএলসি।	৯, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	০১৩১১১০০১০২৮৬২
২৪.	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি।	বনানী, ঢাকা-১২১৩	০১০৪-১১১০০০৭৮১১৩

২৫.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।	দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০১০১-১১১০০০২৭৪৮০
২৬.	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি।	১২২-১২৪,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০২৩৩০১১৬৮৭
২৭.	ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি।	৩৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	৭০১৭-০২১২০০০১০৬
২৮.	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি।	৬৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০০২-০২১০০২১৬৯৭
২৯.	ব্যাংক এশিয়া পিএলসি।	৬৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০	০৪৯৩৩০০০৩০৪
৩০.	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক পিএলসি।	১৯ রাজউক মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০২২১০০২৯০০
৩১.	যমুনা ব্যাংক পিএলসি।	৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০০৬-০২১০০১৬৮৪১
৩২.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।	গুলশান সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	৪০৩০-১১১০০০০০১৪৩
৩৩.	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি।	১,গুলশান এভিনিউ,গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	১৫০১২০২২০৫৬৮৩০০১
৩৪.	কমার্শিয়াল ব্যাংক অবসিলন পিএলসি	দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	১৮০২০০৭৩০৫
৩৫.	হাবিব ব্যাংক পিএলসি।	গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	২৬২৪-০৭০০০১২৫৪
৩৬.	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া পিএলসি।	২৪-২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০৫১২০৩৫০১২০০০১
৩৭.	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান পিএলসি।	গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	০০০৪-১১১০০০০২১৬-৫
৩৮.	উরী ব্যাংক পিএলসি।	গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা	৯২৩৯১৬৬৭৫
৩৯.	বেসিক ব্যাংক পিএলসি।	ধানমন্ডি, বাড়ী-৫৪, রোড-৪/এ ঢাকা-১২০৫	২৮১০-০১-০০০২৯২৬
৪০.	আই.এফ.আই.সি ব্যাংক পিএলসি।	৬১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০	১০০১৪৫৬৩৮৩০০১
৪১.	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০০০২-০২১০০২৫৫০৪

	পিএলসি।		
৪২.	ব্যাংক আলফালাহ পিএলসি।	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	১২০৪০৮৮২
৪৩.	সোনালী ব্যাংক পিএলসি। (ডিসবার্স)	বায়তুল মুকাররম, ঢাকা	০১০৪২০০০০৬৮০২

ইফা: জেলা কার্যালয়সমূহে সরকারি যাকাত তহবিল শিরোনামে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নাম্বর তালিকা

ক্রম	জেলার নাম	ব্যাংক ও শাখার নাম	হিসাব নং
০১.	ইফাঃ ঢাকা	সোনালী ব্যাংব পিএলসি, বায়তুল মুকাররম শাখা	০১০৪২০০০০১২৮
০২.	ইফাঃ নারায়নগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি,চাষাড়া শাখা	৩৬১৩৭৩৩০৩৩৯৪৩
০৩.	ইফাঃ গাজীপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জয়দেবপুর শাখা	০২০৭২০০০০২৮১৪
০৪.	ইফাঃ মানিকগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, মানিকগঞ্জ শাখা	৪৫০৬০০২১৮৩৯৫২
০৫.	ইফাঃ মুন্সীগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান শাখা	৩৭০৯৩৩০০৯১৪৬
০৬.	ইফাঃ নরসিংদী	ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, কোর্ট বিল্ডিং শখা	১৭১৯০০১০০৭১২৪
০৭.	ইফাঃ কিশোরগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কিশোরগঞ্জ শাখা	৩৪১১২০০০০১৬৪২
০৮.	ইফাঃ টাঙ্গাইল	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, টাঙ্গাইল শাখা	৬০২৫১৩৩০১১৪১৭
০৯.	ইফাঃ ফরিদপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কোর্ট বিল্ডিং, ফরিদপুর	২০১০৭৩৩০০২৪৭৯
১০.	ইফাঃ শরীয়তপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, শরীয়তপুর শাখা	২১১৫৪৩৩০০৯৪৮৫
১১.	ইফাঃ মাদারীপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, মাদারীপুর শাখা	৩৩০০০৫০৯
১২.	ইফাঃ রাজবাড়ী	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, রাজবাড়ী শাখা	৩৩০০৩৬৩১
১৩.	ইফাঃ গোপালগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, গোপালগঞ্জ শাখা	৬১০১২০০০৮৫১৬
১৪.	ইফাঃ ময়মনসিংহ	আল আরাফা ব্যাংক পিএলসি, ময়মনসিংহ শাখা	৩৩১৬২০০০৮৫৫৮৮
১৫.	ইফাঃ নেত্রকোনা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নেত্রকোনা শাখা	৩৫১৩২০০০০২০৭৭
১৬.	ইফাঃ শেরপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, শেরপুর শাখা	৬২০১২০০০০২৬১১
১৭.	ইফাঃ জামালপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জামালপুর বাজার শাখা	২৬০৯২০০০১২৩৪২
১৮.	ইফাঃ চট্রগ্রাম	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, চট্রগ্রাম শাখা	০০০০২০০০০০০২০৫
১৯.	ইফাঃ কক্সবাজার	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কক্সবাজার শাখা	৩৩০২১৬৯৬
২০.	ইফাঃ বান্দরবান	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বান্দরবান শাখা	১১০২২০০০২৩৭০৯

২১.	ইফাঃ রাঙ্গামাটি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, রাঙ্গামাটি শাখা	৫৪২৩০০১০১৪৮৩৯
২২.	ইফাঃ খাগড়াছড়ি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, খাগড়াছড়ি ট্রেজারী	৫৪১২২০০০০০৩৩৭
২৩.	ইফাঃ নোয়াখালী	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নোয়াখালী শাখা	৩৮১৮২৩৩০২০৮৪৪
২৪.	ইফাঃ ফেনী	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ট্রেজারী শাখা	৪০০৪২০০০৩৪৯৭৪
২৫.	ইফাঃ লক্ষীপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, লক্ষীপুর শাখা	৩৩০০৮৭৪৯
২৬.	ইফাঃ কুমিল্লা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কর্পোরেট শাখা	১৩০৯৪৩৩০২২৮৩৩
২৭.	ইফাঃ চাঁদপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নতুন বাজার শাখা	১৫১০২০০০০৩০১৩
২৮.	ইফাঃ বি-বাড়ীয়া	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, টি.এ রোড শাখা	১৪১৩২০০০১০৮০৫
২৯.	ইফাঃ সিলেট	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, টিলাগড় শাখা, সিলেট	৫৬৩১৭৩৩০০২৪০৬
৩০.	ইফাঃ হবিগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, হবিগঞ্জ শাখা	৫৭০৫৯৩৩০১৪৪৩৫
৩১.	ইফাঃ সুনামগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, সুনামগঞ্জ শাখা	৫৯১০২০০০০৪০৭৬
৩২.	ইফাঃ মৌলভীবাজার	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা	৫৮০৬৫৩৩০০৭০৪৯
৩৩.	ইফাঃ রাজশাহী	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কর্পোরেট শাখা	৪৬১৭৭৩৩০৩৪৬৭১
৩৪.	ইফাঃ নওগাঁ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নওগাঁ শাখা	৩৮১৪০৩৩০০৮৫১১
৩৫.	ইফাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নিউ মার্কেট শাখা	৩৩০০২৪২৬
৩৬.	ইফাঃ নাটোর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড শাখা	৪৯০৭০০১০০৬৪০৭
৩৭.	ইফাঃ পাবনা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, পাবনা শাখা	০০১০০৪২৩৪
৩৮.	ইফাঃ সিরাজগঞ্জ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, সিরাজগঞ্জ শাখা	৪২১৫২০০০০০৮২৩
৩৯.	ইফাঃ বগুড়া	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, আজিজুল হক কলেজ শাখা	০৬০২২০০০০৮৯৪২
৪০.	ইফাঃ জয়পুরহাট	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জয়পুরহাট শাখা	০৭০৪০০১০১১৮৩৬
৪১.	ইফাঃ রংপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কর্পোরেট শাখা	৫০১৯০০১০৬৫৮৭৬
৪২.	ইফাঃ গাইবান্ধা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, গাইবান্ধা শাখা	৫১০৬২০০০০৮৯২২
৪৩.	ইফাঃ কুড়িগ্রাম	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কুড়িগ্রাম শাখা	৫২০৮৪০২০০১৬৭২
৪৪.	ইফাঃ নীলফামারী	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নীলফামারী শাখা	৫৩০৯০৩৩০০৯৫৮৩
৪৫.	ইফাঃ লালমনিরহাট	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, লালমনিরহাট শাখা	৩৩০১০৬৩১
৪৬.	ইফাঃ দিনাজপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কর্পোরেট শাখা	১৮০৯৩৩৩০০১১৭১
৪৭.	ইফাঃ ঠাকুরগাঁও	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ঠাকুরগাঁও শাখা	১৯১৮২৩৩০১২৩৫৭
৪৮.	ইফাঃ পঞ্চগড়	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, পঞ্চগড় শাখা	০০১০৩৩২৪১
৪৯.	ইফাঃ খুলনা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বয়রা শাখা	০০১০১১৮৬৯
৫০.	ইফাঃ যশোর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কর্পোরেট শাখা	২৩১৫০৩৩০৬২০৪৫

৫১.	ইফাঃ বাগেরহাট	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কোর্ট বিল্ডিং শাখা	২০০০০০০৯০
৫২.	ইফাঃ সাতক্ষীরা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, সাতক্ষীরা শাখা	২৮১৮২০০০৬২১৫৭
৫৩.	ইফাঃ নড়াইল	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নড়াইল শাখা	২৫০৭২৩৩০০২৭৭৫
৫৪.	ইফাঃ মাগুরা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, মাগুরা শাখা	২৪১৪২০০০১৯৩১৭
৫৫.	ইফাঃ ঝিনাইদহ	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান শাখা	২৪০৭০০১০৩৯৮৭৪
৫৬.	ইফাঃ কুষ্টিয়া	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কুষ্টিয়া শাখা	৩০১৭১৩৩০০৮৩৮৫
৫৭.	ইফাঃ চুয়াডাঙ্গা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, চুয়াডাঙ্গা শাখা	৩১০২১৩৩০০০১০৯
৫৮.	ইফাঃ মেহেরপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কোর্ট বিল্ডিং শাখা	৩২০৭৮৩৪০২৯০২৬
৫৯.	ইফাঃ বরিশাল	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, চক বাজার শাখা	০৩০৮২০০০০০৭৫১
৬০.	ইফাঃ পটুয়াখালী	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নতুন বাজার শাখা	৪৩১৬২০০০৩১৩০৬
৬১.	ইফাঃ বরগুনা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কোর্ট বিল্ডিং শাখা	৪৩০৫২০০০২৪০৯৮
৬২.	ইফাঃ ঝালকাঠি	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, কোর্ট বিল্ডিং শাখা	০৩১৮২০০০২২৬৬৩
৬৩.	ইফাঃ পিরোজপুর	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, পিরোজপুর শাখা	০৫০৮২০০০০০৮৬৮
৬৪.	ইফাঃ ভোলা	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, মহাজনপট্টি শাখা	০৪০৭২০০০০০০০১

উপসংহার

যাকাত ও উশর আদায় করা একজন মুসলিম সুনাগরিকের দায়িত্বের আওতাভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়োগকৃত সাহাবীগণ নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় যাকাত ও উশর সংগ্রহ করতেন এবং তা যথারীতি বণ্টন করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও যাকাত ও উশর আদায়ের এ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। সে সময়ে বায়তুল মালের মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয় এবং গ্রহীতার হাত দাতার হাতে পরিণত হয়। এমনকি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যে যাকাত গ্রহণ করার মত কোন লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমাদের যদি আবার সেই হারানো যুগ ফিরে পেতে হয়, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ লাভ করতে হয়, তাহলে সাহাবীগণের আমলে যেভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন করা হতো সে ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। সুসংগঠিত যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের

মাধ্যমেই দারিদ্র্য স্থায়ীভাবে নির্মূল করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফিক দিন। আমিন ॥

যাকাত হিসাব নমুনা ফরম

যাকাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট চন্দ্র তারিখ

১। সোনা (Gold) (যে কোন আকৃতিতে যে কোন উদ্দেশ্যে নিজস্ব মালিকানা স্বত্বে বিদ্যমান) ....

২। রূপা (Silver) (যে কোন আকৃতিতে যে কোন উদ্দেশ্যে নিজস্ব মালিকানা স্বত্বে বিদ্যমান....................

৩। নগদ, নগদায়ন যোগ্য অর্থ ও প্রাপ্য ঋণ (Cash, Cashables, Receivables)

(ক) নিজ হাতে কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত অর্থ ....

(খ) ভবিষ্যতে কোন কাজ সম্পাদন যেমন হজ্ব, বিবাহ, গৃহনির্মাণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থ..

(গ) বৈদেশিক মুদ্রা (দেশীয় মুদ্রায় তার মূল্যমান) ....

(ঘ) ব্যাংক ও অনান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যে কোন ধরনের একাউন্ট । যথা কারেন্ট, সেভিংস, ফিক্সড, লকার, D.P.S, F.D.R ইত্যাদিতে জমাকৃত অর্থ..............

(ঙ) ফেরতযোগ্য বীমা পলিসিতে জমাকৃত প্রিমিয়াম...

(চ) যে কোন ধরনের বন্ড, ডিবেঞ্চার ও ট্রেজারী বিল ইত্যাদির ক্রয় মূল্য......................................

(ছ) ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমুদয় অর্থ বা বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাথে স্বেচ্ছা প্রদত্ত অতিরিক্ত অংশ.......

(জ) কাউকে ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ (যদি ঋণ গ্রহীতা তা স্বীকার করে এবং তা প্রাপ্তির আশা থাকে)....................

(ঝ) বিক্রিত পণ্যের মূল্য যা এখনো হস্তগত হয়নি বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ..

(ঞ) ফ্ল্যাট, বাড়ী, দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার সময় সিকিউরিটি কিংবা এ্যাডভান্স হিসাবে প্রদত্ত ফেরতযোগ্য অর্থ..

(উল্লেখ্য যে, 'জ' 'ঝ' 'ঞ' এই তিন প্রকার সম্পদের যাকাত তাৎক্ষনিক আদায় করা জরুরী নয়, বরং যখন নেসাব পরিমাণের ন্যূনতম এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ পাওয়া যাবে তখন আদায় করা জরুরী হবে। তবে তখন পূর্বের সব বৎসরের যাকাত আদায় করতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক বৎসরই অন্যান্য সম্পদের সাথে এগুলোর যাকাত আদায় করে দেয়া উত্তম)।

৪। ব্যবসা-পণ্য (Business Goods) (যার নিম্নোক্ত অবস্থা হতে পারে)

(ক) বিক্রয়যোগ্য মজুদ, উৎপাদিত মজুদ..........

(খ) কাঁচামাল (Raw material) ....

(গ) প্রক্রিয়াধীন পণ্য ও প্যাকেটিং-প্যাকেজিং পণ্য ....

(ঘ) এমন জিনিস যা বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং সে ইচ্ছা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, বিক্রির উদ্দেশ্যে খরিদকৃত জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, ধান, আলু, পিঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি..................................

(ঙ) মুদারাবা কিংবা অংশীদারী কারবারে বিনিয়োগকৃত অর্থের নগদ অংশ, তা দ্বারা খরিদকৃত ব্যবসাপণ্য এবং যাকাতযোগ্য লভ্যাংশ......................................

(চ) শেয়ার (Shares) ....

(কোম্পানীর শেয়ার যদি Capital Gain অর্থাৎ দাম বাড়লে বিক্রি করে দিবে এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাহলে তার পূর্ণ বাজার দরের উপর যাকাত আসবে। আর যদি কোম্পানী হতে বাৎসরিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তাহলে কোম্পানীর যে পরিমাণ সম্পদ যাকাতযোগ্য, শেয়ার প্রতি তার আনুপাতিক হারে যা দাড়ায় শুধুমাত্র

সে পরিমাণের যাকাত দিতে হবে, যা কোম্পানীর ব্যালেন্স শীটের সাহায্যে নির্ণয় করা যাবে। তবে যদি যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ জানা সম্ভব না হয় তাহলে সতর্কতামূলক পূর্ণ বাজার মূল্যের যাকাত দিতে হবে)।

যাকাতযোগ্য সম্পদের মোট পরিমাণ (Gross Zakatable Worth) ....

আর্থিক পরিশোধেয় বা দেনা (Liabilities)

১। প্রবৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যতিত চিকিৎসা, সাংসারিক বা এ ধরনের প্রয়োজনে নেয়া ঋণ.............................

২। বাকীতে ক্রয়কৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য, যা এ বছরই আদায় করতে হবে ....

৩। স্ত্রীর মোহর বা চলতি বছরে দেয়ার ইচ্ছা রয়েছে ....

৪। ফ্ল্যাট, দোকান, বাড়ী ইত্যাদি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে সিকিউরিটি কিংবা এ্যাডভান্স হিসাবে নেয়া ফেরতযোগ্য অর্থ..

৫। কর্মচারীদের অনাদায়ী বেতন ভাতা.....................

৬। ট্যাক্স, বাড়ী ভাড়া, দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, ফোন বিল ইত্যাদি অতীতের আদায়যোগ্য দেনা যা এখনো দেয়া হয়নি..

৭। অতীতের যাকাত যা এখনো আদায় করা হয়নি (কেননা, তা পূর্ণই যাকাত হিসেবে আদায় করে দিতে হবে) ....

৮। সুদ বা হারাম পন্থায় অর্জিত অর্থ (কেননা, তা সম্পূর্ণই সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে সদকা করে দিতে হবে) ....

৯। প্রবৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ যা দ্বারা যাকাতযোগ্য সম্পদ যেমন : কাঁচামাল, ব্যবসাপণ্য ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে, অবশ্য যদি তা দ্বারা এমন সম্পদ ক্রয় করা হয় যা যাকাতযোগ্য নয়। যেমন : জমি, বিল্ডিং, ফ্যাক্টরীর জন্য মেশিন ইত্যাদি তাহলে যাকাতের ক্ষেত্রে তা ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে না.....................................

মোট আদায়যোগ্য দেনা ....

(মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ হতে আদায়যোগ্য দেনা বিয়োগের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার ৪০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে)।

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ (Gross Zakatable Worth)..

মোট আদায়যোগ্য দেনা (Liabilities) ....

অবশিষ্ট যাকাতযোগ্য সম্পদ (Net Zakatable Worth)

আদায়যোগ্য যাকাত (Amount Payble) 2.5%